Department of Bengali
Patna University
Subject Bengali
CC-10, Unit-II, Sem- III
Teacher - Dr. Sagar Sarkar

Topic - Topic- Emerging episode of Bengali prose & Periodical (বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্ব ও সাময়িক পত্রিকা)

বাংলা গদ্য বিকাশে ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকার অবদান আলোচনা করা।

যেকোন দেশের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হলো সাময়িকপত্র।আবার দেশ-বিদেশের সভ্যতার অগ্রগতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের প্রচেষ্টাও প্রতিফলিত হয় সাময়িকপত্র।বাংলা গদ্য ভাষা সাহিত্যিক রূপ পেতে আরম্ভ করল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এর জন্য অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। স্কুলস্কুল বুক সোসাইটির চেষ্টায় স্কুল পাঠ্য বাংলা গ্রন্থ গদ্যরীতিতে সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছিল।কিন্তু স্কুল-কলেজের সীমাবদ্ধতা থেকে সাময়িক পত্রের প্রথম বাংলা গদ্য রীতিকে বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিল। "সমাচার দর্পণ" ও "সংবাদ কৌমুদী"এর মত পত্রিকা প্রথম যুগের বাংলা গদ্য কে বৃহত্তর পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করল। সেই সেই কারণে ভাষার শক্তি ও সারল্য বৃদ্ধি পেল। ভাষাকে সংস্কৃত আনুগত্যের হাত থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে সাময়িক পত্রের অবদান ছিল সুদূরপ্রসারী।এই পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য ছিল ভাষাকে সংস্কৃত আনুগত্য থেকে মুক্ত করে স্ত্রী সমাজ ও বালকদের বোধগম্য করে তোলা।সুতরাং বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তনের ইতিহাসে সাময়িক পত্রে বিশেষ অবদান রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা গদ্যের বিকাশে ক্ষেত্রে যেমন সাময়িক পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তেমনি বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সাময়িক পত্রিকার অবদান ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বহু সাধারণ লেখক ও সাময়িক পত্র রচনা ও প্রকাশের তাগিদে তারা তাদের রচনাকর্মে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ফলে বাংলা সাহিত্য ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল। আবার বিভিন্ন সমালোচনা মূলক সাহিত্য বিকাশে ক্ষেত্রে স্বামীর প্রতি যথেষ্ট অবদান রয়েছে ।সমালোচনা ধারাটিকে বজায় রেখে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ধারা কে সজীব রাখতে সাময়িক পত্রিকার অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

"**দিকদর্শন**" (১৮১৮) থেকে শুরু করে "**কবিতা**" (১৯৩৫) পত্রিকার পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকার আলোচনা এখানে করা হলো।

(ক) দিকদর্শন (১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে) প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মাসিক পত্রিকা । এই পত্রিকাটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক ও মার্শম্যান। গুরুত্ব- এই পত্রিকাটি যুবকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ ও তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে প্রচারিত হয়।যুবকদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনে পত্রিকাটি যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা এটি। যা বাংলা গদ্য চর্চার প্রসার ঘটাতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।এই পত্রিকা হিন্দু ধর্মের সমালোচনা মূলক রচনা প্রকাশিত হলেও জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধিত বহু রচনা প্রকাশ করে সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছিল আবার "সংবাদ কৌমুদী" পত্রিকার প্রকাশ এর পেছনেই পত্রিকার গুরুত্ব স্বীকার্য।

(খ) বাঙ্গাল গেজেটি : ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ই মে প্রথম প্রকাশিত হয়। অধিকারের সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা।
গুরুত্ব- এটি বাঙালির কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা। অনেকের মতে এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা।এতে সরকারি বিষয় সমূহ এবং স্থানীয় কিছু সংবাদ প্রকাশিত হতো এবং রামমোহনের তর্ক বিতর্ক মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। যা বাংলা গদ্য চর্চা কে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে।

সমাচার দর্পণ: ১৮১৮ সালের ২৩ শে মে সমাচার দর্পণ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান পত্রিকাটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং শ্রীরামপুর মিশন থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের ধর্ম কর্ম ও সমাজের নিন্দা প্রচার এবং হিন্দু ধর্মকে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠা।
অবদান- সমাচার দর্পণ এর দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালি সমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।দেশের বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনে, সমাজের উৎকর্ষ অপকর্ষ এবং শিক্ষা সংস্কার, বিভিন্ন গ্রন্থপরিচয় প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিচয় দিতে সমাচার দর্পণ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সাংবাদিকতার আদর্শ মেনে চলেছে। এ পত্রিকাতে বাবু উপখ্যান গুলি প্রকাশিত হয় যা বাংলা গদ্যের মন ঘুরিয়ে দেয়। আবার সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে বাংলা গদ্যে সাবলীল ঘটিয়েছিল। এই পত্রিকা থেকে সাহিত্য ধর্মী রচনা প্রকাশ শুরু হয়। পত্রিকার ভাষা স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন এবং সরল হয় বাংলার গদ্যের প্রতি যুগ ও মানস আকৃষ্ট হওয়ায় গদ্য চর্চার ত্বরান্বিত হয়। এখান থেকেই বাংলা সাময়িক পত্রিকার যাত্রা শুরু।

সম্বাদ কৌমুদী: পত্রিকাটি রচনা একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।"সমাচার দর্পণ"- এ প্রায় হিন্দুধর্ম ও সমাজকে অকারণে গালিগালাজ করা হতো। এর যোগ্য জবাব দিতে ১৮২১ সালের ৪ ঠা ডিসেম্বর রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "সম্বাদ কৌমুদী" পত্রিকা প্রকাশ করে "সমাচার দর্পণ"- এ প্রকাশিত খ্রিস্টান মিশনারীদের হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমণে উপযুক্ত জবাব দেন।

১৮২১ সালের ৪ ঠা ডিসেম্বর মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
গুরুত্ব - কুসংস্কারেরবিরুদ্ধে, শীরামপুর মিশনের পাদ্রীদের হিন্দু ধর্ম- এর আপত্তিকর মন্তব্য বিরুদ্ধে, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে, বিভিন্ন লোকহিতকর সংবাদ প্রকাশিত। এছাড়া প্রগতিশীল আধুনিক বিষয়সমূহ আলোচিত হত। এমনকি ব্রাহ্ম ধর্মের বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ সেবধি- ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ২১ শে সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণ সেবধি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তবে তিনি শিব প্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন।

পত্রিকাটি উৎপত্তির পেছনে রয়েছে- সমাচার দর্পণ এর একজন লেখক হিন্দু শাস্ত্রের যুক্তিহীনতা বিষয়ে একটি পত্র লেখেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মণ সেবধি পত্রিকাটি প্রকাশ করেন।
গুরুত্ব - বাংলা গদ্যের মাধ্যমে যে বিতর্কমূলক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব তা রামমোহন রায় পত্রিকার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে তা প্রমাণ করেন।আবার একেশ্বরবাদের সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা প্রকাশ করে বাংলা গদ্য চর্চা কে যেমন ত্বরান্বিত করেন তেমনি বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও পরিধি বিস্তার করেন।এছাড়াও খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের সঙ্গে হিন্দুদের বহুত্ববাদের আলোচনা সংযত ভাষায় সম্পাদক পত্রিকাটি মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন এবং একাধিক বিষয়ে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সমাচার চন্দ্রিকা- ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা । প্রথম সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ব্যক্তিজীবনে প্রগতিবাদী এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রক্ষণশীল।ফলে সতীদাহ প্রথা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকার সংস্পর্শ ত্যাগ করে সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা প্রকাশ করেন।
গুরুত্ব - এই পত্রিকায় কলিকাতা কমলালয় নববাবুবিলাস নববিবিবিলাস প্রভৃতি নকশা জাতীয় রচনা প্রকাশের মাধ্যমে একদিকে যেমন তৎকালীন সমাজের দলিল হয়ে উঠেছিল পত্রিকাটি তেমনি অন্যদিকে বাস্তব ঘটনা কেন্দ্রিক আখ্যান জাতীয় গদ্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে। এই পত্রিকার মাধ্যমে। তাই এই পত্রিকাটি রক্ষণশীল গোড়া রক্ষণশীল হিন্দুদের মনোভাব প্রকাশ করলেও এই পত্রিকাটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

সংবাদ প্রভাকর : পত্রিকাটি প্রথম সাপ্তাহিক হিসেবে(১৮৩১ সালের ২৮ শে জানুয়ারি শুক্রবার) প্রথম প্রকাশ পায়। বার ত্রয়ীক (সপ্তাহে ৩ বার হিসাবে ১৮৩৬ , ১০ ই আগস্ট) প্রকাশ পায়। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ই জুন দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ পায় । ১৮৫৩ সালে অধিক জনপ্রিয়তার জন্য পত্রিকাটি মাসিক পত্রিকা হিসেবে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হতে শুরু করে।
প্রথম সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। এই পত্রিকাটি প্রথম বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। গুপ্ত কবির সম্প্রদায় ও অন্যান্য পত্রিকা গুলি হল- পাষণ্ড পীরন, মাস পয়লা, সংবাদ রত্নাবলী, সংবাদ সাধুরঞ্জন।
গুরুত্ব- এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। যাতে ঈশ্বরগুপ্তের প্রচেষ্টায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের জীবনচরিত প্রকাশ হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছিল।দীনবন্ধু মিত্র ,বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্তের মতো বিখ্যাত সাহিত্যিক বৃন্দ এই পত্রিকাতেই সাহিত্যচর্চা হাতেখড়ি দেন।এছাড়া বাংলাদেশের সমাজ, সাহিত্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা, স্বদেশ প্রেম মূলক রচনা, রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা, ইংরেজ শাসকের সমালোচনা, ও শিক্ষা প্রচার ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশিত হয় তৎকালীন বাংলাদেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

জ্ঞানান্বেষণ- ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ১৮ ই জুন মাসে প্রথম এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী।
গুরুত্ব- এ পত্রিকার প্রথম আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রবন্ধ প্রকাশ করে

বাংলাদেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করেছিল। এছাড়া ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী প্রাচীন পন্থীদের সংস্কারের মূলে আঘাত করে উদার জাতীয় ভাবাদর্শ প্রচার করে বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী- ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬ ই আগস্ট প্রথম প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত মাসিক পত্রিকা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল গদ্যের সুসংগঠন ও উন্নয়ন এবং সেইসঙ্গে শিক্ষিত মানুষের রুচির প্রসার- এই দুই প্রসঙ্গে উৎস হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িক পত্রপত্রিকা সফল অনুপ্রবেশ আর এই দুটি আদর্শ পূর্ণ চরিতার্থ হয়েছিল১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে।

গুরুত্ব- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে এই পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের বাণীবাহক হলেও অক্ষয় কুমার দত্তের প্রচেষ্টায় সাহিত্য ,বিজ্ঞান ,জীবনী বিষয়ক, পুরাতত্ত্ব ,সমাজনীতি ,রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ, প্রাচীন ইতিহাসসাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান জীবনী পুরাতত্ত্ব সমাজনীতি রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে লোহিত, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। যাতে করে বাংলা সাহিত্যে যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের সূত্রপাত ঘটে।এছাড়াও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিদ্যাসাগর বিভিন্ন প্রকাশিত হয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্য চর্চা কে ত্বরান্বিত করেছিল।

বিবিধার্থ সংগ্রহ- ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এটি মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটির উদ্যোক্তা ছিল বঙ্গভাষা অনুবাদক সমাজ বা vernacular literature society। বাংলা ভাষায় বিবিধার্থ সংগ্রহ ছিল প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা।
গুরুত্ব- এই পত্রিকায় পাশ্চাত্য রীতিতে কবি ধর্মের বিশ্লেষণ করে সাহিত্য সমালোচনা এবং বাঙালি সৃজনশীল সাহিত্য সমালোচনা সূত্রপাত ঘটে।এই পত্রিকায় বিবৃত গদ্য ভাষায় পরবর্তীকালে শিক্ষিত সমাজের ভাষা ব্যবহারের পরিচয়টি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। এছাড়া বাঙালির অন্তরের ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ও ভূগোল সম্বন্ধে সচেতনতা জায়গাতেই পত্রিকা দান অস্বীকার্য।ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয়ে আলোচনা প্রথম শুরু করেছিল এই পত্রিকাটি।

সোমপ্রকাশ- ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
গুরুত্ব- পত্রিকাটি সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান সমস্ত রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয় এ পত্রিকার পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। সোমপ্রকাশ বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম বিশুদ্ধ রাজনীতির সূত্রপাত করে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় পত্রিকা জাতীয় কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতা করে।এছাড়াও এই পত্রিকা কৃষকদের চেতনার জাগরণে , নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে , দরিদ্র জনগণের উপর ব্রিটিশ জননীতির প্রতিবাদে ছিল মুক্তকণ্ঠ। এমনকি বিধবা বিবাহ স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে পত্রিকা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন।

বঙ্গদর্শন- ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটি একটি মাসিক পত্রিকা। পরবর্তীকালে এ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর। পরবর্তী সংস্করণে নাম ছিল 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'।
গুরুত্ব- এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহুমুখী প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। এই পত্রিকার মাধ্যমে পাশ্চাত্য রীতিতে ইম্প্রেশন ধর্মী সাহিত্য সমালোচনা ব্যক্তিগত নিবন্ধ রচনার সূত্রপাত ঘটে। বাঙালির অন্তরে আত্মদর্শনে বীজ মন্ত্র খুঁজতে স্বদেশপ্রেম জায়গাতেও পত্রিকা দান অনস্বিকার্য। এছাড়া এ পত্রিকায় ওভাবে সমকালীন খ্যাতনামা সাহিত্যিক বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশ করে বাংলা গদ্য বিকাশে বিশেষ সাহায্য করেছিল। পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন।বাংলাদেশের শিক্ষা চিন্তার ব্যাপারে বঙ্গদর্শন একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার পেয়েছে অন্যদিকে শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার করে দেশবাসীর মাধ্যমে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।সে যুগের বাঙালির আচার-আচরণ রীতিনীতি পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র অবলম্বন করে হাস্যরসাত্মক রচনা করেছিল এই বঙ্গদর্শন পত্রিকা।

ভারতী- ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে "ভারতী" পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
গুরুত্ব- এই পত্রিকা কে কেন্দ্র করে রবিরশ্মি বিস্ফোরণ ও রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।সামরিক সাহিত্য পত্রিকার যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ প্রবন্ধ কবিতা ছোটগল্প রম্য রচনা গ্রন্থ সমালোচনা প্রভৃতি সবকিছুই প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করে বাংলা গদ্য রীতির সাবলিয়তায় অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।

হিতবাদী- ১৮৯১ হিতবাদী পত্রিকার প্রকাশ পায়। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।
গুরুত্ব- রবীন্দ্রনাথের সার্থক ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত ও গল্প রচনা আগ্রহ বৃদ্ধিতে হিতবাদী পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য।

প্রবাসী- ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
গুরুত্ব- উচ্চ মানের দেশি-বিদেশি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ছবি প্রকাশের করে সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও দেশব্যাপী জেগে ওঠা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সাহসের সঙ্গে উপস্থাপিত করে এই পত্রিকাটি।বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাকে প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশ করে এবং তৎকালীন নতুন সাহিত্যিকদের প্রতিভাকে সযত্নে প্রতিষ্ঠা দিয়ে পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

সবুজপত্র- ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সবুজপত্র পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। এটি একটি মাসিক পত্রিকা।
গুরুত্ব- এই পত্রিকার সবচেয়ে বড় অবদান হল চলিত ভাষার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার।চলিত গদ্যে ও যে জ্ঞান বিজ্ঞানমূলক উচ্চস্তরের আলোচনা সম্ভব তার প্রথম প্রমাণ করেছে সবুজপত্র পত্রিকা।এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যবহার এবং কাব্য ধারার একটি নতুন যুগের সূচনা হয়।এছাড়াও ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শ বাংলা সাহিত্যের মুক্তির আনন্দ ও সফলতা জাগিয়ে তুলতে এই পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য।

কল্লোল পত্রিকা- ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন দীনেশ রঞ্জন দাস ও গোকুল চন্দ্র নাগ। এটি ছিল একটি মাসিক পত্রিকা।

১৯২৩২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ও ঢাকার শিক্ষিত তরুণ ও যুবকদের দুঃসাহসী সহযোগিতায় কল্লোল মাসিক পত্রিকা প্রকাশ।বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কল্লোল গোষ্ঠী লেখকরা সচেতনভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আমদানি করেন। এই কল্লোল পত্রিকা কে কেন্দ্র করে ঢাকায় প্রগতি ও কলকাতায় কালিকলম পত্রিকা প্রকাশ পায়।

গুরুত্ব- এটি প্রথম যথার্থ মাসিক গল্প সাহিত্যিক পত্রিকা ।এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত ভিন্নস্বাদের সাহিত্যিক ও সাহিত্য ধারার উন্মেষ ঘটে। এবং ফ্রয়েডীয় মার্কসবাদী ভাবধারা পুষ্ট সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটে।এছাড়া এই পত্রিকা কে কেন্দ্র করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র বুদ্ধদেব বসুর যুবনাশ্ব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্য চর্চা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

কালি কলম- ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কালিকলম পত্রিকা প্রকাশ পায়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মুরলীধর বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক।

কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন না কোন কারনে মতবিরোধ হলে কল্লোলের চিন্তাভাবনা নিয়ে এ পত্রিকার সূচনা হয়।

প্রগতি- ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।প্রথম সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু অজিত কুমার দত্ত মাসিক পত্রিকা।

পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজিত কুমার দত্ত বলেছিলেন -" কালি কলম এর মত কল্লোলের সঙ্গে বিরোধিতা করে অথবা কল্লোলের কাল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিনি।আমরা যারা ঢাকায় ছিলাম আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনবোধ করেছিলাম"। সাহিত্য প্রয়োজনবোধে পত্রিকাটির জন্ম।

পরিচয়- ১৯৩১খ্রিস্টাব্দে শ্রাবণ মাসে পরিচয় পত্রিকাটি প্রকাশ পায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এর পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

নতুন সাহিত্যিকদের সুযোগ করে দিতে এই পত্রিকাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটানোই ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। এই পত্রিকাটির অন্যতম দিক হলো প্রচারধর্মী তা এবং তা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকেছিল মুক্ত এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে কনিষ্ঠতম লেখক পর্যন্ত সকলেরই জন্য পরিচয় পত্রিকার স্থান থাকতো।এ পত্রিকার প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রশংসনীয়।

কবিতা- ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর ছেলের পত্রিকার প্রথম সম্পাদক সহকারী সম্পাদক হিসেবে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সমর সেন। পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক মাসিক।

প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যায় নতুন কবি গোষ্ঠীরা যাতে সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা পায় সেজন্য এই পত্রিকাটি সৃষ্টি হয়েছিল।।

গুরুত্ব- 'কবিতা 'পত্রিকা কে অবলম্বন করে নানা ধরনের যে আধুনিক কবিতা রচিত হয়েছিল তাতে

আধুনিক কবিতার একটা আদর্শ গড়ে উঠেছিল। নবীন প্রতিভাবান লেখকরাই পত্রিকা কে কেন্দ্র করে নব সৃষ্টি আনন্দে মেতে উঠেছিল।তাই নতুন লেখকদের প্রতিভার বিকাশ এ এ পত্রিকার গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট।

পরিশেষে বলা যেতে পারে সমসাময়িক কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তারা তাদের সংবাদ পরিবেশন থেকে শুরু করে সমাজ, বিভিন্ন সংস্কার, ধর্মনীতি, রাজনীতি বিভিন্ন গ্রন্থ সমালোচনা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে একদিকে যেমন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল তেমনি একদল লেখক গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল । অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল।

সমাপ্ত